মিডিয়া রিলিজ

৩৪ কোটি টাকা মুনাফায় ইতিবাচক প্রবৃদ্ধি ধরে রাখল রবি
কাঙ্ক্ষিত প্রবৃদ্ধিতে এখনও বড় বাধা ২ শতাংশ নূন্যতম কর

এক নজরে প্রথম প্রান্তিক ২০২১: (জানুয়ারি-মার্চ)

- সক্রিয় গ্রাহক সংখ্যা ৫ কোটি ১৯ লাখ।
- ইন্টারনেট গ্রাহক সংখ্যা ৩ কোটি ৬৭ লাখ, যা মোট গ্রাহকের ৭০ দশমিক ৬ শতাংশ।
- মোট আয়ের পরিমাণ ১ হাজার ৯৮১ কোটি টাকা যা গত প্রান্তিকের তুলনায় ৩ দশমিক ২ শতাংশ বেশি।
- ৪১ শতাংশ মার্জিনসহ ইবিআইটিডিএ ৮১১ দশমিক ৭ কোটি টাকা, যা গত প্রান্তিকের তুলনায় ৬ দশমিক ৪ শতাংশ বেশি।
- মূলধনী বিনিয়োগ ১৫০ দশমিক ৬ কোটি টাকা।
- কর পরবর্তী মুনাফা (পিএটি) ৩৪ দশমিক ৩ কোটি টাকা।
- রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা ১ হাজার ১১৫ কোটি টাকা, যা চলতি প্রান্তিকে রবির অর্জিত আয়ের ৫৬ দশমিক ৩ শতাংশ।

ঢাকা, ১১ এপ্রিল, ২০২১: মোট আয়ের উপর ২ শতাংশ ন্যূনতম করের নেতিবাচক প্রভাব সত্ত্বেও ৩৪ দশমিক ৩ কোটি টাকা কর পরবর্তী মুনাফা (পিএটি) নিয়ে চলতি বছরের প্রথম প্রান্তিক শেষ করল রবি। নতুন ১০ লাখ গ্রাহক যোগ হয়ে বছরের প্রথম প্রান্তিকে রবির সক্রিয় গ্রাহক সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫ কোটি ১৯ লাখে। মোট গ্রাহকের ৭০ দশমিক ৬ শতাংশ ইন্টারনেট গ্রাহক নিয়ে ডিজিটালাইজেশনের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে রবি। আজ রবিবার বিকালে (১১ এপ্রিল, ২০২১) অনুষ্ঠিত একটি ডিজিটাল প্রেস কনফারেন্সে এ বছরের প্রথম প্রান্তিকের ফলাফল ঘোষণার সময় এসব তথ্য জানিয়েছে অপারেটরটি।

চলতি বছরের প্রথম প্রান্তিকে রবির আয়ের পরিমাণ ১ হাজার ৯৮১ কোটি টাকা যা ২০২০ সালের শেষ প্রান্তিকের তুলনায় ৩ দশমিক ২ শতাংশ বেশি এবং গত বছরের একই প্রান্তিকের তুলনায় ১ দশমিক ৭ শতাংশ বেশি। ২০২০ সালের প্রথম প্রান্তিকের তুলনায় ভয়েস সেবা থেকে রবির রাজস্বের হার ৪ দশমিক ২ শতাংশ কমেছে যা ভয়েস কল করার ক্ষেত্রে ওটিটি প্ল্যাটফর্মগুলোর আগ্রাসী ভূমিকারই প্রতিফলন। অন্যদিকে ডাটা সেবায় রাজস্ব গত প্রান্তিকের তুলনায় ৮ দশমিক ৫ শতাংশ এবং গত বছরের একই প্রান্তিকের তুলনায় ১৬ দশমিক ৩ শতাংশ বেড়েছে।

গত প্রান্তিকের তুলনায় ৬ দশমিক ৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে চলতি বছরের প্রথম প্রান্তিকের শেষ নাগাদ রবির ইবিআইটিডিএ দাঁড়িয়েছে ৮১১ দশমিক ৭ কোটি টাকায়। ২০২০ সালের একই প্রান্তিকের তুলনায় ইবিআইটিডিএ বেড়েছে ৩ দশমিক ১ শতাংশ। এছাড়া গত প্রান্তিকের তুলনায় রবির ইবিটডিএ মার্জিন ১ দশমিক ২ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট (পিপি) এবং ২০২০ সালের একই প্রান্তিকের তুলনায় শূন্য দশমিক ৬ শতাংশ পিপি বেড়েছে।

চলতি বছরের প্রথম প্রান্তিকে রবি রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা দিয়েছে ১ হাজার ১১৫ কোটি টাকা যা ওই প্রান্তিকের মোট রাজস্বের ৫৬ দশমিক ৩ শতাংশ। কোম্পানিটি চলতি বছরের প্রথম প্রান্তিকে মূলধনী বিনিয়োগ করেছে ১৫০ দশমিক ৬ কোটি টাকা। চলতি বছরের প্রথম প্রান্তিক পর্যন্ত রবি'র নেটওয়ার্কের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৩ হাজার ৫০২টি'তে, যার শতভাগই ফোরজি সাইট।

রবির পরিচালনা পর্ষদ কোম্পানির পরিশোধিত মূলধনের ওপর ৩ শতাংশ হারে অন্তর্বর্তীকালীন নগদ লভ্যাংশের প্রস্তাব দিয়েছে (প্রতিটি ১০ টাকার শেয়ারে ৩০ পয়সা)। গত ৮ এপ্রিল অনুষ্ঠিত বোর্ড সভায় এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। রবি'র ২৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা আগামী ১২ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হবে।

কোম্পানির আর্থিক ফলাফল সম্পর্কে রবি'র ম্যানেজিং ডিরেক্টর অ্যান্ড সিইও মাহতাব উদ্দিন আহমেদ বলেন, "আমরা খুবই আনন্দিত যে বছরের শুরু থেকেই আমাদের আর্থিক অগ্রগতির হার আশাব্যাঞ্জক। এই ইতিবাচক অগ্রগতির ফলে একটি অন্তর্বর্তীকালীন নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করতে পেরে আমরা গর্বিত। চলতি বছরের প্রথম প্রান্তিকে আমাদের পিএটি'র পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩৪ দশমিক ৩ কোটি টাকায়। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করেছি, মূল আয়ের উপর ২ শতাংশ ন্যূনতম করের প্রভাবে মুনাফা প্রত্যাশিত হারে বাড়েনি। শুধু তাই নয়, এই করের প্রভাবে তালিকাভুক্ত টেলিযোগাযোগ কোম্পানিগুলোর জন্য কর্পোরেট করে (৪০ শতাংশ) যে কিছুটা ছাড় দেয়া হয়েছে সে সুবিধা থেকেও আমরা বঞ্চিত হচ্ছি। এটি অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয় যে আমাদের সাধারণ শেয়ারহোল্ডাররা পুঁজিবাজারে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখার পরও তাদের কাঙ্ক্ষিত প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। আমরা আবারও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করবো যাতে আমাদের ব্যবসাকে এই অন্যায্য কর থেকে মুক্ত করা হয়।"

৪.৫জি সেবায় রবির অসাধারণ সাফল্যের কথা উল্লেখ করে তিনি আরো বলেন, "দেশের প্রথম অপারেটর হিসেবে সকল নেটওয়ার্ক সাইটগুলোতে ৪.৫জি প্রযুক্তি স্থাপন করতে পেরে আমরা গর্বিত। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত নিলামে আরো তরঙ্গ নেয়ার মাধ্যমে মোট নেটওয়ার্ক সাইট এবং গ্রাহক প্রতি তরঙ্গের হারের ভিত্তিতে এখন আরো স্থিতিশীল ও উচ্চগতির মোবাইল ইন্টারনেট সেবা প্রদান করতে প্রস্তুত রবি। আমাদের মোট গ্রাহকের ৭০ দশমিক ৬ শতাংশ ইন্টারনেট ব্যবহারকারী হওয়ায় আমরা বিশ্বাস করি পরবর্তী প্রজন্মের ডিজিটাল চ্যাম্পিয়ন হওয়ার লক্ষ্যে আমরা সঠিক পথেই এগুচ্ছি।"

বাজার ব্যবস্থায় বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার কথা উল্লেখ করে মাহতাব বলেন, "দীর্ঘদিন ধরে ডিডব্লিওডিএম (ডেনস ওয়েভলেঙ্গথ ডিভিশন মাল্টিপ্লেক্সিং) সরঞ্জামগুলোর ব্যাপারে অনুমোদন না পাওয়ার কারণে আমরা এখনও হাজার হাজার কিলোমিটার ফাইবার অপটিক নেটওয়ার্ক ব্যবহার করতে পারছি না; যা আমাদের সেবার মান আরো উন্নত করার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এসএমপি বিধিমালার কার্যকর প্রয়োগের অভাবে টেলিযোগাযোগ বাজারে এশটি অসম প্রতিযোগিতা বিরাজ করছে। এর ফলে বাজারে অদূর ভবিষ্যতে গ্রাহক স্বার্থ ক্ষুণ্ন হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।"

রবি সম্পর্কে:

রবি আজিয়াটা লিমিটেড ('রবি') একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি যেখানে এশিয়ার টেলিযোগাযোগ বাজারের অন্যতম কোম্পানি মালয়েশিয়াভিত্তিক আজিয়াটা গ্রুপ বারহাদের সিংহভাগ মালিকানা (৬১.৮২%) রয়েছে। এছাড়া রবিতে পাবলিক শেয়ারহোল্ডারদের (১০%) পাশাপাশি বিশ্ব টেলিযোগাযোগ বাজারের অন্যতম কোম্পানি ভারতী এয়ারটেলের (ভারত) শেয়ার রয়েছে ২৮.১৮%। রবি বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম মোবাইল ফোন অপারেটর। দেশের মানুষের জন্য প্রতিনিয়ত নতুন নতুন ডিজিটাল সেবা আনছে কোম্পানিটি।

দেশের প্রতিটি প্রান্তে উদ্ভাবনী সেবা পৌঁছে দেয়ার উদ্দেশে রবি অব্যাহত বিনিয়োগের মাধ্যমে শক্তিশালী টেলিযোগাযোগ অবকাঠামো গড়ে তুলেছে। দেশজুড়ে থাকা এ অবকাঠামো ডিজিটাল পণ্য ও সেবা সরবরাহের পাশাপাশি ক্রমবর্ধমান ডিজিটাল প্রতিবেশ গড়ে তুলতে মুখ্য ভূমিকা পালন করছে। শহর কিংবা গ্রাম যেখানেই হোক রবির হাত ধরে ডিজিটাল বাংলাদেশের পথে হাটছে দেশবাসী।

মিডিয়া অ্যান্ড কমিউনিকেশনস, রবি আজিয়াটা লিমিটেড কর্তৃক ইস্যুকৃত

যোগাযোগ

রবি আজিয়াটা থেকে:
মো. আশরাফুল ইসলাম
ashraful.4724@robi.com.bd
মোবাইল: ০১৮৩৩১৮২৫৪৪

অথবা
আশিকুর রহমান
ashik.rahman@robi.com.bd
মোবাইল: ০১৮৩৩১৮০৮৫৩

ইমপ্যাক্ট পিআর থেকে:
তারেক মোরতাজা
সিনিয়র কনসালটেন্ট
মোবাইল: ০১৮৪১০৫০৫৫৫